সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

উ ৎ স র্গ

আমার দাদা ভাই, মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম রহ.-কে—
যিনি আমাকে শিশুবয়সে মকতবে নিয়ে যেতেন এবং
মাদরাসায় রাতের পর রাত পাশে থেকে সঙ্গ দিতেন।

مكتبة الفرقان

রমাযান মাসে

মুসলিম ইতিহাসের ঘটনাবলী

মাওলানা আব্দুল্লাহ মুআয

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

রমাযান মাসে মুসলিম ইতিহাসের ঘটনাবলী
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব©2022 মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : যিলহজ ১৪৪১ / আগস্ট ২০২০
প্রচ্ছদ :সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : বুক সলিউশন, ঢাকা

ISBN :978-984-95997-6-0

মূল্য : ৳২০০.০০ (দুই শত টাকা মাত্র)

USD 10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

একটি জাতি-গঠনে তার অতীত ইতিহাসের মূল্য অপরিসীম। আর মুসলিম জাতির জন্য এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। সভ্য জাতির ইতিহাস এখনো উন্নতির চূড়ায় পৌঁছতে সক্ষম হয়নি, কিন্তু ইসলামের ইতিহাস উন্নতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল সেই চৌদ্দশ বছর আগেই। এখন আমরা ক্রমশ নিচের দিকে নামছি। মূলত ইসলামের ইতিহাস গৌরবের, সাফল্যের—দুনিয়া ও আখেরাতে। বর্তমান সময়ের উদ্যমী ও সৃষ্টিশীল লেখক মাওলানা আব্দুল্লাহ মুআয বক্ষমাণ গ্রন্থ—*রমাযান মাসে মুসলিম ইতিহাসের ঘটনাবলী*-এ আমাদের সেই ইতিহাসই মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

এ গ্রন্থটিতে কেবল রমাযান মাসে সংঘটিত মুসলিম ইতিহাসের ঘটনাবলী সংকলন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এ মাসে অনেক বিখ্যাত ও বরেণ্য ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যু নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এসব ঘটনার বিবরণ সংক্ষিপ্তাকারে হলেও তা ইসলামের গৌরব উপলব্ধিতে পাঠকের অন্তরে চিন্তার নতুন এ দুয়ার উন্মোচন করতে সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির পাঠক, প্রকাশক, অনুবাদক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
১৮ মার্চ ২০২২

লেখকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

রমাযান (رمضان) এটি আরবী শব্দ। এর মূল অর্থ প্রচণ্ড উত্তাপ, শুষ্কতা। হিজরী বর্ষপঞ্জিকা অনুসারে এটি নবম মাস। উষ্ণ মৌসুম হওয়ায় এ মাসের এরকম নামকরণ করা হয়। ইসলামের পূর্বে জাহেলী যুগেও এই নাম প্রচলিত ছিল। মুসলিম ইতিহাসের অনেক ঘটনা এই মাসকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধের সূচনা ও বিজয় এ মাসেই সংঘটিত হয়। এছাড়া আরও অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয়, জন্ম-মৃত্যুসহ অনেকআনন্দ-বেদনার ঘটনাও এ মাসে ঘটেছে। এরকম কিছু ঘটনা নিয়েই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি—*রমাযান মাসে মুসলিম ইতিহাসের ঘটনাবলী*—সাজানো হয়েছে।

সময়ের পালাবদলে ইতিহাসে অসংখ্য রমাযান মাস অতিবাহিত হয়েছে। মুসলিমদের ত্যাগ-তিতিক্ষা, কষ্ট-সাধনা এবং বিজয়-গৌরবের উজ্জ্বল ইতিহাস এ মাস প্রত্যক্ষ করেছে। ইতিহাসের পাতায় একটু একটু করে জমা হয়েছে অনেক শিক্ষণীয় ঘটনা—যা মুসলিম জাতির অবলম্বন হয়ে আছে। অতীত থেকেই শিক্ষা নিতে হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিম জাতি এখন যেমন তাদের সোনালী অতীত ভুলে বসে আছে, তেমনি সেখান থেকে পুনর্জাগরণে কোনো শিক্ষাও গ্রহণ করছে না। ফলে জাতি হিসেবে মুসলিমরা কেবলই পিছিয়ে পড়ছে। আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাঠককে রমাযানের মতো মহান ও পবিত্র এক মাসে ইসলামের ইতিহাসের সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়া; যাতে তার বোধ ও মননে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়, অতীত গৌরবে তার মধ্যে দ্বীন-পালনে নতুন প্রেরণা সঞ্চার হয়।

পরিশেষে এ গ্রন্থ প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করেন। আমীন।

আব্দুল্লাহ মুআয
উত্তরা, ঢাকা
১১ মার্চ ২০২২

সূচিপত্র

যুদ্ধ-জিহাদ

ব্যাবলিন দুর্গঅবরোধ	৯
আন্দুলুস বিজয়ের সূচনা	১০
বালাতুশ শুহাদা	১১
মক্কা বিজয় অভিযান	১৫
আলজেরিয়া বিজয়	১৭
শাকহাবের যুদ্ধের সূচনা	১৭
জার্মান সেনাদের পরাজয়	১৮
রোম বিজয়	২৪
বীর আল-গুবাই-এর যুদ্ধ	২৭
ঐতিহাসিক সিন্ধু বিজয়	২৯
আমুরিইয়া শহর অবরোধ	৩০
'আকা' শহর অবরোধ	৩৫
সিকলিয়া শহর বিজয়	৩৭
যাল্লাকার যুদ্ধ	৩৮
মানসূরা যুদ্ধ	৪৩
রমাযান যুদ্ধ	৪৩
হিরাকিলিয়াস কর্তৃক সেনা সমাবেশ	৪৫
বুওয়াইব-যুদ্ধ	৪৯
সারকূসা বিজয়	৫৬
সাফাদ দুর্গ বিজয়	৬১
বদর-যুদ্ধ	৬৫
মক্কা বিজয়	৭৬
হারিম যুদ্ধ	৮৩
মালাজগির্দের যুদ্ধ	৮৯
হিত্তীনের যুদ্ধ	৯০
আইনে জালূত যুদ্ধ	৯২
তাবুক থেকে মদীনায়	৯৬
শুযূনাহর যুদ্ধ	১০২
সালীমাহ যুদ্ধ	১০৪

জন্ম-মৃত্যু

ইমাম আব্দুস সালাম সাহনূন রহ.-এর জন্ম	১২
ইবনে সিনা রহ.-এর মৃত্যু	১৩
ফাতেমা রা.-এর মৃত্যু	২০
মারওয়ান ইবনে হাকাম-এর মৃত্যু	২২
খলীফা দ্বিতীয় আব্দুল মাজীদ-এর মৃত্যু	২৫
আমীর আব্দুর রহমান-এর জন্ম	২৭
ইবনে নুজাইয়া রহ.-এর মৃত্যু	৩১
সারী আস-সাকতী রহ.-এর মৃত্যু	৩২
জাফর আস-সাদিক রহ.-এর জন্ম	৩৩
ইমাম ইবনে মাজাহ রহ.-এর মৃত্যু	৩৪
খাদীজা রা.-এর মৃত্যু	৪১
সায়ীদ ইবনে জুবাইর রহ.-এর শাহাদাত	৪৪
ইবনুল জাওযী রহ.-এর মৃত্যু	৫০
সুলতান প্রথম মুরাদ-এর মৃত্যু	৫২
আব্দল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর মৃত্যু	৫২
হাজ্জাজের মৃত্যু	৫৪
মুহাম্মাদ আন-নাফসুয্যাকিইয়া রহ.-এর শাহাদাত	৫৮
হাসান ইবনে আলী রা.-এর জন্ম	৫৯
উম্মুল মুমমিনীন আয়েশা রা.-এর মৃত্যু	৬৭
রাসূল-কন্যা রুকাইয়া রা.-এর মৃত্যু	৬৯
খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর মৃত্যু	৭০
ইবনুল আরাবী রহ.-এর জন্ম	৭২
আল্লামা মাহমূদ আলূসী রহ.-এর জন্ম	৭৪
মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম রহ.-এর জন্ম	৭৯
উসমান গাজী রহ.-এর মৃত্যু	৮০
আহমাদ ইবনে তুলুন-এর জন্ম	৮৫
আবু তাইয়্যিব মুতানাব্বি-এর মৃত্যু	৮৭
সায়ীদ আহমাদ পালনপুরী রহ.-এর মৃত্যু	৯৩
ফখরুদ্দীন রাযী রহ.-এর জন্ম	৯৯
সুলতান চতুর্থ মুহাম্মাদের জন্ম	১০৫
আমর ইবনুল আস রা.-এর মৃত্যু	১০৬
ইবনে হাযম রহ.-এর জন্ম	১০৮
ইমাম বুখারী রহ.-এর মৃত্যু	১০৯

প্রথম রমাযান

ব্যাবলিয়ন দুর্গ অবরোধ

বিশতম হিজরীর প্রথম রমাযানে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সেনাদল নিয়ে রোমশাসনাধীন ব্যবলিয়ন দুর্গ অবরোধ করেন।[১] টানা সাত মাস এই দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। রোমসম্রাট হিরাকিলিয়াসের পক্ষ থেকে সেখানকার গভর্নর ছিল মুকাওকিস। অবরোধকালে সে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট মূল্যবান উপহারসহ দূত প্রেরণ করে সমঝোতার চেষ্টা করে; কিন্তু আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বলেন, তোমাদের তিনটির যে কোনো একটি বাছাই করতেই হবে;

- ✓ ১। ইসলামগ্রহণ;
- ✓ ২। কর-প্রদান;
- ✓ ৩। যুদ্ধ।

এ-ছাড়া তোমাদের সাথে আমাদের আর কোনো সংলাপ নেই।

মুকাওকিসের সন্ধির ইচ্ছা থাকলেও সে তা করতে পারেনি; বরং হিরাকিল তাকে তার দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করেন। যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হলে মুসলিম বাহিনী শত্রুদের দুর্গ অবরোধ করে। অবরোধের মাত্রা বাড়তে থাকলেও বিজয় ছিনিয়ে আনা কঠিন হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু কিছু সাথী নিয়ে দুর্গের প্রাচীরে উঠে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দিতে থাকেন। রোমান বাহিনী মনে করে মুসলিমরা হয়তো দুর্গে প্রবেশ করে ফেলেছে। তারা ভয়ে ভেতরে চলে যায়। দুর্গের দরজা পাহারা-শূন্য হয়ে যায়। মুসলিমরা দরজা

১ ব্যবলিয়ন বা বাবিল ছিল মেসোপটেমিয়ার একটি শহর। এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাবে ইরাকের বাবিল প্রদেশে। ব্যবলিয়ন বাগদাদের প্রায় ৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এটি ৬১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যবলিয়ন সাম্রাজ্যে রাজধানী ছিল। শহরটি প্রথম ব্যবলিয়ন রাজবংশের বৃদ্ধির সঙ্গে উন্নতিলাভ এবং রাজনৈতিক সুখ্যাতি লাভ করেছিল।

খুলে দুর্গে ঢুকে পড়ে। তখন কাফেররা এসে আত্মসমর্পণ করে। তারা সন্ধি করে মুসলিমদের কর দিয়ে থাকতে রাজি হয়।

আন্দুলুস বিজয়ের সূচনা

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ৬৬১ সালে খেলাফতের মসনদে উমাইয়া বংশের উত্থান ঘটে। উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। মুসলিম-ইতিহাসে যোগ হতে থাকে একের পর এক যুগান্তকারী সামরিক বিজয়। ইউরোপের বুকে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এর সূচনালগ্নেই ছিল ঐতিহাসিক আন্দুলুস বিজয়।

বিরানব্বই হিজরী। উমাইয়া খেলাফতকাল। মুসলিম রাষ্ট্রের খলীফা ছিলেন ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিক। দূর পশ্চিমাঞ্চল (বর্তমান মরোক্ক) ইসলামের শাসনাধীন হওয়ার পর মুসলিম সেনাপতি মূসা ইবনে নুসাইর খলীফার নিকট থেকে আন্দুলুস আক্রমণের অনুমতি লাভ করেন। সে সময় তারিক ইবনে যিয়াদ 'তানজাহ' নামক শহরের গভর্নর ছিলেন।

খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিক পাঁচশ যোদ্ধার এক সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন। তাদের মধ্যে একশ ঘোড়সওয়ার ছিল। অশ্ববাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন তারীফ ইবনে মালিক। তারিক ইবনে যিয়াদ রহ. ছিলেন এই যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি। তার সাথে ছিল বারো হাজার যোদ্ধার এক সেনাদল। মাত্র বারো হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি এক লাখ বিশ হাজার সেনার মুকাবেলায় অগ্রসর হন। জিব্রাল্টারে পৌঁছে তিনি সেনাদের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন:

> হে আমার সৈন্যরা, পালাবার সুযোগ কোথায়? তোমাদের পেছনে সাগর, সামনে শত্রু। আল্লাহর শপথ, দৃঢ়তা ও ধৈর্যধারণই একমাত্র সহায়। তোমাদের কাছে খাদ্যও নেই। তবে যা তোমরা শত্রুদের থেকে নিতে পারবে, তাই তোমাদের ক্ষুধা নিবারণ করবে। জীবন বাঁচানোর জন্য তোমাদের কাছে রয়েছে শুধু তলোয়ার! আর মনে রেখো, এই যুদ্ধে আমিই সবার সামনে থাকব।

তার এই ভাষণ সৈন্যদের প্রভাবিত করে। ফলে তারা শাহাদাতের তামান্নায় শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আল্লাহর সাহায্যে সেনাপতি মূসা ইবনে নুসাইর ও তারিক ইবনে যিয়াদের যৌথ অভিযানে আন্দুলুস বিজয় হয়। মুসলিম ভূখণ্ডে নতুন মানচিত্র যোগ হয়। বিজয়ের এই গৌরব একাধারে আট শতাব্দি পর্যন্ত মুসলিমদের ছিল। নবম শতাব্দির শেষ দিকে আল্লাহর ইচ্ছায় তা মুসলিমদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এই মহান বিজয়েরসূচনা হয়েছিল প্রথম রমাযানে।

বালাতুশ শুহাদা

ইসলামী ইতিহাসে একটি রক্তস্নাত যুদ্ধের নাম 'বালাতুশ শুহাদা'। যার বাংলা অর্থ শহীদী সৌধ। ১১৪ হিজরীর প্রথম রমাযান মোতাবেক ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। টুরসের যুদ্ধ নামেও তা পরিচিত। টুরস ফ্রান্সের বৃহত্তর একটি শহর। এই যুদ্ধে মুসলিমরা ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়। মুসলিমদের অসংখ্য মুজাহিদ এই যুদ্ধে শহীদ হওয়ায় এর নামকরণ করা হয়েছে শহীদী সৌধ।

মুসলিমদের সেনাপতি ছিলেন আন্দুলুসের উমাইয়া গভর্নর বীর আব্দুর রহমান আল-গাফিকী আর খ্রিস্টানদের সেনাপতি ছিল শার্ল মার্টাল। যুদ্ধের প্রথম আটদিন উভয় দলের মাঝে হালকা সংঘর্ষ হয়। নবম দিন যুদ্ধচিত্র পাল্টে যায়। উভয় দলের মাঝে তীব্র লড়াই শুরু হয়। দিনভর যুদ্ধ চলে। রাত হলে যুদ্ধ স্থগিত করা হয় এবং উভয় দল পৃথক হয়ে যায়। তখনো যুদ্ধ মুসলিমদের অনুকূলে ছিল।

দশম দিন। আবারও যুদ্ধ শুরু হয়। বিজয় মুসলিমদের পদচুম্বন করতে যাবে, ঠিক তখনই শোরগোল উঠে—গনীমতের মালসহ মুসলিমদের সেনাছাউনি বিপদের সম্মুখীন! ফলে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেনাপতি আব্দুর রহমান আল-গাফিকী শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সব প্রচেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করতে থাকেন। হঠাৎ একটি তীর তার বুকে বিদ্ধ হলে তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং তখনই শাহাদাতবরণ করেন।

সেনাপতির মৃত্যু ও সৈন্য-বিশৃঙ্খলা মুসলিমদের মনোবল দুর্বল করে দেয়। তাদের লাশ একের পর এক মাটিতে পড়তে থাকে; কিন্তু তখনো মুসলিম

সেনারা আত্মসমর্পণ অথবা পিছু হটে যাননি; বরং বীরত্বের সাথে অনেক মুজাহিদ কাফেরদের প্রতিহত করছিল। বেলা শেষে ক্লান্তি ও অনুতপ্ততা নিয়ে মুসলিমরা সেনাছাউনিতে একত্র হয়। তারা সবাই চিন্তা-ভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—এখন আর যুদ্ধ করে লাভ নেই, তাই ভোর হওয়ার আগেই রণক্ষেত্র ত্যাগ করাই শ্রেয়।

এগারোতম দিন। কাফেররা মুসলিমদের নীরবতা দেখে তাদের ছাউনিতে যায়। গিয়ে দেখে, মুসলিমরা রণক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেছে। যারা এখনো যেতে পারেনি তাদের তারা ধরে ধরে হত্যা করে। এভাবেই সমাপ্তি ঘটে বালাতুশ শুহাদা যুদ্ধের!

এটি ছিল খ্রিস্টানদের মরা-বাঁচার লড়াই। তারা যদি এই যুদ্ধে পরাজিত হতো, তাহলে আজ ইউরোপের ইতিহাস ভিন্নভাবে রচিত হতো। ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক গিবন ও লেনপুলদের মতে, বালাতুশ শুহাদা যুদ্ধে যদি মুসলিমরা বিজয়ী হতো, তাহলে প্যারিস ও লন্ডনে ক্যাথলিক গির্জার পরিবর্তে মসজিদ গড়ে উঠত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাইবেলের পরিবর্তে পঠিত হতো কুরআন মাজীদ! কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তিনি বান্দাদের জন্য যা ভালো তাই করেন।

ইমাম আব্দুস সালাম সাহনূন রহ.-এর জন্ম

একশত ষাট হিজরী। প্রথম রমাযান। ইমাম আবু সায়ীদ আব্দুস সালাম সাহনূন ইবনে সায়ীদ ইবনে হাবীব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মালিকী